১৭-০৭-১৬ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ১৯-১০-৮১ মধুবন

## প্রত্যেক ব্রাহ্মণ হলেন চৈতন্য তারামন্ডলের শৃঙ্গার

আজ জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা তাঁদের তারামণ্ডলকে দেখতে এসেছেন। তারাদের সাথে জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা দু'জনেই একসাথে এসেছেন। এমনিতে সাকার সৃষ্টিতে সূর্য, চন্দ্র এবং তারাগণ একত্র দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু চৈতন্য নক্ষত্ররা সূর্য এবং চন্দ্রমার সাথে রয়েছে। এ হল নক্ষত্রদের অলৌকিক সংগঠন। তো আজ বাপদাদা নানান প্রকারের তারকাদের দেখছিলেন। প্রতিটি তারকার নিজ নিজ বিশেষত্ব রয়েছে। ছোটো ছোটো তারকাও এই তারামন্ডলকে সুশোভিত করে তুলেছেন। বড় বড় নক্ষত্ররা তো রয়েছেনই, কিন্তু ছোটোরাও তাদের দ্যুতিতে সংগঠনের শোভা বৃদ্ধি করেছেন। বাপদাদা এই বিষয়টিকে দেখেই উৎফুল্ল হচ্ছেন যে প্রতিটি তারকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ছোটো ছোটো তারকারাও গুরুত্ব বাড়িয়েছে। তারাও গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশীদার। তো আজ বাপদাদা প্রত্যেকের গুরুত্বকে দেখছিলেন। লৌকিক পরিবারেও যেমন মা বাবা প্রতিটি বাচ্চার গুণের, কর্তব্যের, আচার-আচরণের বিষয়ে আলোচনা করেন, তেমনই অলৌকিক মাতা-পিতা, জ্ঞান সূর্য এবং চন্দ্রমা, অলৌকিক পরিবার বা সকল তারকাদের বিশেষত্বের বিষয়ে চর্চা করছিলেন। ব্রহ্মা বাবা বা চন্দ্রমা আজ চারিদিকের বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে দ্যুতিমান তাঁর নক্ষত্রদের দেখে দেখে আনন্দে নেচে উঠছিলেন। জ্ঞান সূর্য বাবাকে প্রতিটি নক্ষত্রেরই আবশ্যকতা এবং বিশেষত্বকে শোনাবার সময় কী যে আনন্দিত হচ্ছিলেন ! সে সময়ের চিত্রকে তোমরা তোমাদের বুদ্ধিযোগের ক্যামেরায় ধরতে পারবে ? সাকারে যারা অনুভব করেছেন, তাঁরা তো খুবই ভালোভাবে বুঝবেন সেটা। সেই চিত্র সামনে এসে গেল না ! কি দেখতে পাচ্ছো ? এতটাই আনন্দে উদ্ভাসিত যে দু'নয়নের মণি চকচক করে উঠছে। আজ জহুরী যেমন প্রতিটি রত্নের মহত্ব বর্ণনা করে, ঠিক তেমনি চন্দ্রমা প্রতিটি রত্নের মহিমা করছিলেন তোমরা বুঝতে পারছো যে তোমাদের সকলের কী মহিমা করছিলেন ? নিজেদের মহানতার মহিমাকে কি জান তোমরা ?

সকলের একটি বিষয়ের বিশেষত্ব বা মহানতা খুবই স্পষ্ট, মহারথী হও অথবা পেয়াদা, ছোট্ট তারকা অথবা বড়, বাবাকে জানার (চেনা) বিশেষত্ব, বাবার হয়ে যাওয়ার বিশেষত্ব সকলের মধ্যেই রয়েছে। বড় বড় শাস্ত্রে অথরিটি, ধর্মের বিষয়ে অথরিটি, বিজ্ঞানে অথরিটি, রাজ্যের বিষয়ে অথরিটি, বড় বড় বিনাশী টাইটেলের অথরিটি সম্পন্ন যারা তারা বাবাকে চিনতে পারেনি, তোমরা সকলে চিনেছো। তারা এখনও পর্যন্ত বাবাকে আহ্বানই করে চলেছে। শাস্ত্রবাদীরা এখনও হিসাবই কষে চলেছেন। নিজ নিজ অনুসন্ধানের কার্যে এতটাই তারা লিপ্ত রয়েছে যে, তাদের বাবার বিষয়ে শুনবার বা বোঝার জন্য অবসরই নেই। নিজেদের কাজেই তারা নিমগ্ন। রাজ্যের অথরিটি সম্পন্ন যারা তারা নিজ রাজ্যের আসন সামলাতেই ব্যস্ত, অবসরই নেই তাদের। নিজেদের কাজেই তারা নিমগ্ন, রাজ্যের অথরিটি সম্পন্ন যারা, তারা নিজ রাজ্যের আসন সামলাতেই ব্যস্ত, সময়ই নেই তাদের। ধর্ম নেতারা নিজ ধর্মকে রক্ষার্থেই ব্যস্ত যে তাদের ধর্ম না প্রায়লোপ পেয়ে যায়। এই আমার-আমার-এর মধ্যেই তারা অত্যন্ত ব্যস্ত। কিন্তু তোমরা আহ্বানের পরিবর্তে বাবার সাথে মিলনের উৎসব পালন করছে। এই বিশেষত্ব বা মহানতা সকলেরই রয়েছে। এমন তো মনে করো না যে আমার মধ্যে কী এমন বিশেষত্ব রয়েছে ? বা আমার তো কোনো গুণই নেই ! এ তো ভক্তদের কথা যে আমার মধ্যে

কোনো গুণ নেই। গুণের সাগর বাবার হয়ে যাওয়া মানেই হল গুণবান হওয়া। তো প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। আর বাবা সেই বিশেষত্বটিকেই দেখেন। বাবা জানেন যে- রাজপরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি যেমন এতটাই সম্পন্নতায় ভরপুর অবশ্যই হয় যে তারা কখনই ভিক্ষুক হতে পারে না। তেমনি গুণের সাগর বাবার সন্তানরা বিশেষত্বহীন হবে এও সম্ভব নয়। তো সকলেই তোমরা হলে গুণবান, মহান, বিশেষ আত্মা, তোমরা হলে চৈতন্য তারামন্ডলের শৃঙ্গার। তো বুঝেছো তোমরা হলে কারা ? তোমরা নির্বল নয়, তোমরা হল বলবান। স্বমান অর্থাৎ স্ব-আত্মার মান। স্বমান এবং অভিমান- উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই সদা মানের সীটে সেট থাকো। আর অভিমানের সীটটিকে ছেড়ে দাও। অভিমানের সীটটি আপাতদৃষ্টিতে ওপরে ওপরে সুসজ্জিত, নয়ন লোভন, মনের মতন। কিন্তু সীটটির অভ্যন্তর কন্টক দ্বারা নির্মিত। এই অভিমানের সীটটি হল সেই রকম- একটা প্রবাদ আছে না- খেলেও পস্তাবে, না খেলেও পস্তাবে। দু' একজনকে দেখে ভেবে থাকো যে আমিও একবার একটু চেষ্টা করে দেখি না। অমুক অমুক ব্যক্তি তো অনুভব করেছে, আমিও করবো না কেন ? তখন না পারে ছাড়তে না পারে বসতে, কাঁটা যে বিঁধতে থাকে। তো এমন বহিরঙ্গের শোভা, ধোকা প্রদায়ী অভিমানের সীটে কখনোই বসার প্রচেষ্টা কোরো না। স্বমানের সীটে সদা সুখী, সদা শ্রেষ্ঠ, সদা সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপের অনুভব করো। নিজের বিশেষত্বটি হল বাবাকে চিনতে পারা বা জানা এবং বাবার সাথে মিলিত হওয়া- এটিকে সদা স্মৃতিতে রেখে সর্বদাই উৎফুল্ল থাকো। যেমন বলেছি যে চন্দ্রমা তারকাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিলেন, এমনই ফলো ফাদার হও। আচ্ছা।

এইরূপ সদা স্বমানের সীটে স্থিত, সদা নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে বিশেষত্বের দ্বারা অন্যদেরকেও বিশেষ আত্মা বানিয়ে, চন্দ্রমা এবং জ্ঞান সূর্যকে সর্বদা অনুসরণকারী এইরূপ বিশ্বস্ত (বাফাদার), আজ্ঞা পালনকারী (ফরমান বরদার),সুপুত্র বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং নমস্কার।

দাদীজীর প্রতিঃ- আপনিও তো সকলের বিশেষত্বকেই দেখেছেন, তাই না ! সফরকালে কী দেখেছেন ? ছোটো বড় প্রত্যেকেরই বিশেষত্বকে দেখেছেন। তো বিশেষত্বের বর্ননা কালে এবং শ্রবণকালে প্রত্যেকে কত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ? সকলে কেমন উৎফুল্ল হয়ে শুনছিল ! (দাদীজী আম্বালা এবং ফিরোজাবাদের মেলার সমাচার বাপদাদাকে শুনিয়েছিলেন)। এইভাবেই যদি সর্বদাই সকল বিশেষত্বের বর্ননা করা হয় তবে কী হয়ে যাবে ? যেমন বিশেষ কোনো কার্যে খুশীর বাজনা বাজে, তেমনি ব্রাহ্মণ পরিবারের চারিদিকে খুশীরই নানান প্রকারের বাদ্য বাজতে থাকবে অর্থাৎ সঙ্গীত বাজতে থাকবে। সফর তো বেশ শর্ট এবং সুইট ছিল। খুশির খনি নিয়ে সকলকে খুশীতে ভরপুর করে এসেছে। প্রতিটি স্থানের হিম্মত, উৎসাহ-উদ্দীপনায় একের থেকে অপরটি শ্রেষ্ঠ। বাবাও বাচ্চাদের হিম্মত এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রত্যেক বাচ্চার মহিমায় গুণের পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আচ্ছা !

পার্টিদের সাথেঃ- প্রত্যেকে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে জানো তো ? কত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কর্মের দ্বারা নির্মাণ করছো । যত শ্রেষ্ঠ কর্ম হবে ততই ভাগ্যরেখাও প্রশস্ত এবং স্পষ্ট হবে। যেমন হস্তরেখা বিশ্লেষণ করা হয় তখন কী দেখে ? রেখা টানা ভাবে গেছে তো ? কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি তো ? এখানেও ঠিক তেমনই যদি সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম যে করবে তার ভাগ্যের রেখাও প্রশস্ত এবং চিরকালের জন্য স্পষ্ট ও শ্রেষ্ঠ হবে। আর যদি কখনো কখনো শ্রেষ্ঠ হয়, কখনো কখনো সাধারণ হয়, তবে রেখাতেও মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ পড়বে। অবিনাশী হবে না। কখনো থামবে, কখনো চলবে। সেইজন্য সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো। বাবা তো ভাগ্য গঠনের উপকরণ দিয়েই দিয়েছেন, তা হল- শ্রেষ্ঠ কর্ম। কত

সহজ হল তাহলে ভাগ্য গঠন করা। শ্রেষ্ঠ কর্ম করো এবং পদমাপদম ভাগ্যবানের ভাগ্য লাভ করো। শ্রেষ্ঠ কর্মের আধার হল শ্রেষ্ঠ স্মৃতি। শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ বাবার স্মৃতিতে থাকা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম হওয়া। এইরূপ ভাগ্যবান তো তোমরা ? ভাগ্যবান তো সকলেই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ না সাধারণ, তাতেই নম্বর রয়েছে। তো চিরকালের জন্য ভাগ্যের রেখা অঙ্কন করে নিয়েছো, নাকি ছোটো সে রেখা? লম্বা তো? অবিনাশী তো ? মাঝে মাঝে ছেদ হয়ে যাচ্ছে- এমন ন্য তো ? একটানা তো ? এমন ভাগ্যবান হও। এই সময়েরও ভাগ্যবান, অনেক জন্মেরও ভাগ্যবান।

২. সকলে নিজেকে এই ড্রামার মধ্যে বাবার স্নেহী এবং সহযোগী আত্মা- এমন মনে করে চলো ? আমাদের আত্মাদের এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে- এই বৃত্তি(অকুপেশন) সর্বদা স্মরণে থাকে ? লৌকিকেও যেমন কোনো পেশাদার এবং বড় মাপের ব্যক্তির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে নিজেকে কত উঁচু বলে অনুভব হয়, অথচ তোমাদের ভূমিকা তো এখানে দেখো স্বয়ং পিতার সাথে তোমার সহযোগিতার কাজ। তাহলে কত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল তোমার ভূমিকা। এমন মনে হয় ? আগে তো কেবল ভগবানকে ডাকতে যে একটু যদি দর্শন হয়, সেই ইচ্ছাই তো রাখতে তাই না ? অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা বা সংকল্পেও তো ভাবতেই পারতে না, অসম্ভব বলে মনে করতে। কিন্তু তখন যেটা অসম্ভব ছিল, সেটাই এখন সম্ভব এবং বর্তমানে ঘটেছে। তো এই স্মৃতি থাকে ? সব সময় থাকে, নাকি কখনো কখনো ? কখনো যদি হয়, তাহলে কি প্রাপ্তি হবে ? কখনো কখনো রাজ্যভাগ্যই লাভ হবে। কখনো রাজা হবে, কখনো প্রজা হবে। যিনি সব সময়ের সহযোগী হবেন, তিনিই সব সময়ের রাজা হবেন। বাবা যত সময়ের গ্যারেন্টি দিয়েছেন, আধা কল্প তাতে সদাকালের রাজ্যপদের প্রাপ্তি করতে পারবে। তবে রাজযোগী না হলে রাজ্যও পাবে না। সুযোগ যখন চিরকালের তবে স্বল্প সময়ের জন্য কেন নাও। আচ্ছা।

৩. সঙ্গম যুগকে নবযুগও বলা যেতে পারে। কেননা সব কিছু নতুন যে হয়ে যায়। নবযুগের যারা তাদের প্রত্যেকের চালচলনও হবে নবীন। ওঠা, বসা, চলাফেরা- সবই নবীন। নবীন অর্থাৎ অলৌকিক। নতুন সংস্রব, নতুন বিষয়, সবকিছুই নতুন হয়ে গেল না যেমন স্মৃতি তেমনি স্থিতি হয়ে গেল। বিষয়ও নতুন, মিলনও নতুনদের সাথে। সব কিছুই নতুন। দেখবে, তাও আত্মা আত্মাকেই ! আগে তো শরীরকে দেখতে, এখন আত্মাকে দেখবে। আগে সম্পর্কে আসতে যখন তো অনেক বিকারের ভাবনা থেকে আসতে। এখন ভাই-ভাই-এর দৃষ্টি থেকে সম্পর্কে আসো। এখন বাবার সাথী হয়ে গেছো। ব্রাহ্মণদের ভাষাও নতুন। তোমাদের ভাষা এই দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে না। আর যদি বলো যে ভগবান এসেছেন- তবে তো আকাশ থেকে পড়ে বুঝতেই পারে না। বলে কী সব বলছো ! তো তোমাদের সকল কথাই এখন নতুন, সেইজন্য প্রতিটি সেকেন্ডে নবীনতা নিয়ে এসো। এক সেকেন্ড পূর্বে যে অবস্থা ছিল, দ্বিতীয় সেকেন্ডে যেন না থাকে, তার থেকে এগিয়ে যাও। একেই বলা হয় ফাস্ট পুরুষার্থী। যে কখনো আরোহী কলাতে, কখনো নিবৃত্ত কলাতে থাকবে, তাকে প্রথম নম্বর পুরুষার্থী বলা যাবে না। প্রথম নম্বর পুরুষার্থীর লক্ষণ হবে- প্রতি সেকেন্ড, প্রতি সংকল্পে, আরোহী কলা। এখন ৮০ শতাংশ হলে এক সেকেন্ড পরেই ৮১ শতাংশ হবে, তা নয়। ৮০ তো ৮০ ই। আরোহী কলা অর্থাৎ সদা এগিয়ে চলা। ব্রাহ্মণ জীবনের কাজই হল নিজেও এগিয়ে চলা এবং অপরকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তোমাদের আরোহী কলাতে রয়েছে সকলেরই কল্যাণ। এতটাই দায়িত্ব রয়েছে তোমাদের সকলের উপরে। আচ্ছা- ওম শান্তি।

বরদানঃ- ব্যর্থের লিকেজকে সমাপ্ত করে সমর্থ হয়ে স্বল্প ব্যয়ে বৃহত্তর মহিমায় মহিমান্বিত হও

সঙ্গম যুগে বাপদাদা দ্বারা যত খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে সেই সকল খাজানাকে ব্যর্থ হওয়া থেকে বাচালে স্বল্প ব্যয়ে বৃহত্তর মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে যাবে। ব্যর্থকে বাচানো অর্থাৎ সমর্থ হওয়া। যেখানেই সমর্থী সেখানেই ব্যর্থ হয়ে যাবে- এ হতে পারে না। ব্যর্থের যদি লিকেজ থাকে, তবে যতই পুরষার্থ করো, পরিশ্রম করো, কিন্তু শক্তিশালী হতে পারবে না। সেইজন্য লিকেজকে চেক করে সমাপ্ত করো তবে ব্যর্থ থেকে সমর্থ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- প্রবৃত্তিতে থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকা- এটাই হল যোগী বা জ্ঞানী আত্মার চ্যালেঞ্জ।